Department of Political Science

Dumkal College

For Semester IV Honours Students

CC-T-8: Public Administration (Theories & Concepts)

Synopses:

1. জনপ্রশাসনের বিবর্তন।
2. জনপ্রশাসনের বিষয়বস্তু ও আলচনাক্ষেত্র।
3. জনপ্রশাসনের সনাতনী তত্ত্ব।
4. আমলাতন্ত্র।

(19) ভারতীয় প্রশাসন সাধারণজ্ঞ বিশেষজ্ঞ বিতর্ক (Generalist and Specialist)

□ Generalist এবং Specialist বিতর্ক:

এই দুটি শব্দ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত হয়। Specialist বলতে মনে হয় কিছু পড়াশোনা করে মনে হয়না। কিন্তু এন প্রশাসনের ক্ষেত্রে, বিশেষ কাজে অনেক সময়ই দুই দুটি শব্দই বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত হয়েছে। কারণ এন প্রশাসন শক্তি আকার ধারণ করিল কারণ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ বিশেষ দক্ষতা ও প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন হেতু এন প্রশাসনের সুষ্ঠু পরিচালন ও এন কল্যাণের স্বার্থে বিশেষজ্ঞের গুরুত্ব বেড়েছিল। অন্যদিকে এন প্রশাসনে অংশগ্রহণকারী বাসিন্দাদের বিশেষ যোগ্যতার দরকার নেই, তাঁরা প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত করতে পারেন এই দাবি তুলে বিশেষজ্ঞ নাম অধিক হতে বর্তমান রূপ বাসিয়ে দিয়েছে।

□ মোটামুটি ভাবে বলা যায় ইউরোপ এবং আমেরিকাতে এই বিতর্কের সূত্রপাত। বিশেষত বিংশ শতাব্দীর ৬এর দশকে এর চরম আকারে ভারতীয় দুনিয়ায়। তবে ৮এর দশক থেকে ভারত বর্ষের ক্ষেত্রে প্রশাসন বিশেষত এন্ড অধিকারের ভূমিকাতে বিতর্ক কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠে। ভারতীয় প্রশাসন Generalist এবং Specialist এই দুটি বিষয়ের মধ্যে শেষের সাথে কার ভূমিকা বেশি আলোচনায় যে জোরদার বাদানুবাদ হয়েছে তার পিছনে বেশ কিছু কারণ বিদ্যমান। এবং সেটা এই কারণেই যে বেশির ভাগই তাদের স্বপক্ষে বেশ কিছু যুক্তি সংগত যুক্তি আলোচনা করেছেন।

□ বিশেষজ্ঞের পক্ষে যুক্তি:-

i) তথ্য প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগত কলা কৌশল যেখানে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে এবং প্রশাসনের উপর তার প্রভাব পড়েছে তাই সাধারণ প্রশাসকের বেশি বিশেষজ্ঞ দরকার। I.A.S বা ভারতীয় প্রশাসনিক কৃত্যকের এই কলা কৌশল ত্রুটি নাটি অবগত নন।

ii) ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ, তার উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে যে প্রযুক্তিগত কলা কৌশলের প্রয়োগ তা একান্তই প্রয়োজনীয়। এই উন্নয়নের কাজে সাধারণ প্রশাসকের চেয়ে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তাই বেশি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

iii) ভারতীয় সংবিধানের ১৩ (G) ধারা অনুসারে যে কোনো ভারতীয়ের পক্ষে যে কোনো পেশা গ্রহণ তাঁর মৌলিক অধিকার। আজ বর্তমানে প্রশাসনে ভাঙ্গুর বা ইঞ্জিনিয়ার প্রশাসকের I.I.T বা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করা ছাত্র ছাত্রীরা বিশেষজ্ঞ ভূমিকায় আসতে চাইছে।

iii) রাজনৈতিক প্রশাসক যা নীতি নির্ধারণ করেন তার সুপরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। বিশেষত নীতিগুলির সফলতা প্রযুক্তি এবং আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ করতে গেলে বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

সাধারণ প্রশ্ন ১২ — Ans — অন্য কারণের বিভিন্নতা — সাধারণ প্রশাসন আসছে আমার প্রশাসন কাজ। এটি হল সাধারণ প্রশাসকের ক্ষমতা যেমন সাধারণ, অতের কালীন সুযোগ সুবিধা থাকে তা কখনো হতে পারে না দীর্ঘমেয়াদ মূল কাজে দৈর্ঘ্যের বিষয়।

Ans — সাধারণ প্রশাসক পদে পদোন্নতি কার্যক্রমে উন্নতির দিকে লক্ষ্য এবং তার দ্বারা বিপুল অনেক আর্থিক ও প্রশাসনিক সুযোগ ভোগ করে থাকেন সাধারণ প্রশাসন আসছে শাখায়।

□ সাধারণ প্রশাসকের পক্ষে যুক্তি:- সাধারণ প্রশাসন পদ্ধতির নয় ক্ষেত্রে প্রশাসন প্রশাসকের বিশেষজ্ঞ কাজের তেমন প্রয়োজন হয়না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায় বৃটিশের I.A.S — S.D.O থেকে শুরু করে পদোন্নতির মাধ্যমে D.M বা অন্যান্য পদে উন্নতির মাধ্যমে যে সুযোগ সুবিধা অর্জন করেন তাতে তার বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের দরকার হয়না। কারণ বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি দিয়ে নয়; দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সুবিধা সাহায্যে থাকে।

(ii) প্রশাসকের মূল কাজই হল নীতি নির্ধারকের বাস্তবায়ন এবং নীতি প্রণয়নে খেত প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে রাজনীতিক প্রশাসককে সাহায্য করা। সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নেই।

iii — কখনো কখনো বা ইন্টার্নিশিপ্রিং প্রশাসক হয়ে মেডিক্যাল আর্থিকভাবে প্রশ্ন করিয়ে তিরিক্ষেপ করা যেতে পারে। যেমন ভারতে এক ধরনের শক্তি দেশে যে, বা ইন্টারনেট তৈরি করতে গেলে স্থিলতায় হয় তার তুলনায় সাধারণ প্রশাসক তৈরির ব্যয় অনেক কম। কাজেই সাধারণ প্রশাসন পরিচালনার জন্য বিশেষজ্ঞ কে আমদানি করার প্রয়োজন হয় না। প্রশাসনে অভিজ্ঞতা থাকা যথেষ্ট।

iv — ভারতীয় প্রশাসন যদি মেধাভিত্তিক উন্নত বিকাশ হয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ প্রশাসন যদি সাধারণকে দিয়ে সুষ্ঠু ভাবে চলে তবে ভারতের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হতে কোনো।

□ ভারতে কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু:- ভারতের মত দেশের কোন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কারণ —

i — ভারত একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং কল্যাণ রাষ্ট্র। সেক্ষেত্রে উইলসন পৌঁছাতে গেলে বিশেষজ্ঞ প্রশাসকের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

ii — আমাদের দিন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের যে অত্যন্ত পূর্ব গতি রাষ্ট্রকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য প্রয়োজন প্রযুক্তি বিদ এবং বিশেষজ্ঞ।

iii) সরকার সুবিধানীতি রূপায়ণের কাজটি বিশেষজ্ঞ হলেও কাজের রাস্তা, সেতু, সংরক্ষণ চলাচল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি সম্পর্কিত কারিগরি বিদ্যা ছাড়া তোলার কাজটি বিশেষজ্ঞ ছাড়া সম্ভব নয়।

iv) প্রশাসনের ভারসাম্য রক্ষা — এর প্রযুক্তিগত বিষয়গুলি সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দক্ষতার সাথে বিবেচনা করতে হবে। এই কারণে আমলাতান্ত্রিক পাশাপাশি প্রযুক্তিবিদের সমন্বয় Bureaucrat এবং Techno crat নামক দুটি বিষয়ের প্রয়োজন পড়ে।

D প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবদান অনস্বীকার্য। কারণ বর্তমানে জটিল প্রশাসন শুধু সাধারণ প্রশাসন Generalist এর দ্বারা সম্ভব নয় বরং প্রয়োজন পড়ে বিশেষজ্ঞ Specialist এর। সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে Bureau crat যথেষ্ট হলেও আধুনিক যুগের কল্যাণমূলক প্রশাসনের জন্য Technocrat অপরিহার্য। বস্তুত বলা যায় যে Techno crat হচ্ছে Bureau crat এর পরিপূরক। আমরা যদি বিবেচনা করি অথবা এর প্রকৃত লক্ষ্য পাই, আমাদের যদি উদ্দেশ্য হয় কল্যাণের লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে specialist and Generalist এর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে হবে। প্রয়োজন হলে specialist-Generalist এর মধ্যে প্রশাসন চালাতে পারলে তাই কোন সংঘাত নেই কোনটিকে অপরটির পাশে যথাযথভাবে স্থাপন করে সেই বিষয়টিকে সুনিশ্চিত করা দরকার।

*** ——— o ——— ***

Raju Sarkar

আছে এবং এদেরকে মুক্ত করেছেন।

2. জন প্রশাসনের বিষয় বস্তু ও আলোচনার ক্ষেত্র নির্ধারণ কর। (A)

A — জন প্রশাসনের সংজ্ঞার মত এর বিষয় বস্তু ও আলোচনার ক্ষেত্র নিয়ে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ব্যাপক মত পার্থক্য দেখা গিয়েছে। What, কিভাবে প্রমুখ তাত্ত্বিকেরা জন প্রশাসনের আমাদের অধ্যয়ন আন্তরিক বিষয়ী। জনসাধারণের স্বার্থ, আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণকারীদের সাথে শক্তি এমন সকল বিষয় কে নিয়ে আলোচনা করে এগুলি এর পরিধি ও বিষয় বস্তু প্রকাশ। বিভিন্ন এর মধ্যে জনপ্রশাসন অধ্যয়নের "কী- এবং কীভাবে" (What and How) বিষয়ে আলোচনা করে। What হলো বিষয় বস্তু এবং How হলো পদ্ধতিগত দিক তুলে ধরেছেন।

A — আধুনিক, সিমন বার্গ, ডিমক প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা বা লেখকরা প্রশাসনের পরিচালনগত দিক দিকেই জন প্রশাসনের পরিধির মধ্যে আটকে রাখতে চেয়েছেন। সুমার তাত্ত্বিক ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

A — তাত্ত্বিক গুলির Notes of the theory of organisation গ্রন্থে POSDCORB যতগুলোর মধ্যে জন প্রশাসনের আলোচনার ক্ষেত্র ও পরিধিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ভাবে তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। POSDCORB এর পূর্ণরূপ হল —

P — Planning অর্থাৎ পরিকল্পনা
O — organizing অর্থাৎ সংগঠন
S — Staffing " কর্মচারী
D — Directing " পরিচালনা
Co — co-ordinating অর্থাৎ সমন্বয়সাধন
R — Reporting অর্থাৎ প্রতিবেদন পেশ
B — Budgeting অর্থাৎ ব্যয় ভার নির্ধারণ,

A) ১৯৯৩ সালে POSDCORB পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে মানবিক ও আবেগহীন কৃষ্টি বাদ দিয়ে প্রশাসন কর্মীর দায়িত্ব নির্ধারণ করতে গিলিক সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর গুরুত্ব আরও স্পষ্ট পরবর্তী রীতিনীতি কাজে নিয়েছেন, নানা দিক থেকে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। যেমনটি সবখানেই বিশ্বস্ত হয়েছে এবং তাদের সাংগঠনিক কাজের মধ্য দিয়ে কতকগুলি গুরুত্ব সংকট পার্থক্য আছে এবং সুনির্দিষ্ট সমস্যা আছে। মানবিক দিক বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন।

(ii) যে কোনো সংগঠনের কর্মীদের মানুষ হিসাবে আমরা অবমাননা এবং অপমান থাকে। POSDCORB এর ধারণায় প্রয়োজন তাত্ত্বিক দিকগুলোকে আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

A) কর্মচারীর এর প্রশাসনের আলোচনাকে প্রশাসনিক তত্ত্ব এবং ব্যবস্থাপনার প্রশাসন এবং দুটি ধারণাকে করেছেন। তবে আলোচনা থেকে পরিধি এত সংক্ষিপ্ত হবার কারণে এর থেকে অনেক নির্দিষ্ট ধারণা দেওয়া উচিত বিদ্বানগণ।

A) মোলিক্স নাইজো এর প্রশাসনের আলোচনা থেকে তে—

i) সরকারী সংস্থা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ মূলক গোষ্ঠীকে প্রবেশ;

ii) আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক;

iii) সরকারী নীতি নির্ধারণ;

iv) মানবিক সম্পর্ক সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা;

iv) সমাজের কল্যাণমূলক কৈশোরী গোষ্ঠীর ব্যক্তি এবং এই পাঁচ ভাগে কাজ করার কথা বলেছেন।

A) সনাতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবক্তারা ব্রিটিশের বিভিন্ন অংশগুলি এর প্রশাসনের আলোচনায় অধীনস্থ কর্মচারীর পারিবারিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির আলোচনার প্রসঙ্গে তাদের সাংগঠনিক সম্পর্কিত হয়নি। বস্তুত কাজের সীমা রেখা নির্ধারণ করা একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটি সুন্দর জীবনের প্রচেষ্টাই যেহেতু এর প্রশাসনের লক্ষ্য, যেহেতু পরিবারের কাছে এর সদস্যের প্রত্যাশার প্রকৃতির উপর এর প্রশাসনের আলোচনার প্রকৃতি নির্ভরশীল।

—o—

4. [illegible]

□ পাশ্চাত্য বাণিজ্যিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তী কালপর্যায়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধারা সৃষ্টি হয়ে ওঠে, উনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিক পরিচালনা তত্ত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক তত্ত্বের বিকাশ ঘটে। এই দুটি ধারা প্রশাসনিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রথম দুটি স্তম্ভ হিসাবে বিবেচিত করা হয়। এই দুটি ধারা প্রশাসনের মধ্যে হয়তো কোনো অভিন্নতা নেই, কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত দুটি দিক। কারণ উভয়ের তত্ত্বের প্রশাসনের কাঠামো বিষয়ে উপযোগিতা হয়ে সিদ্ধান্ত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে পদ্ধতির উপর। এই সংস্কার ধারা থেকে প্রশাসনিক তত্ত্ব কে রীতি ভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো দৃষ্টি কোণের মাধ্যমে আরো ব্যাপক ভাবে বিচার করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল আধুনিক ব্যবস্থাপনার Classical তত্ত্বকালকে বিশুদ্ধ করেছে।

□ ব্যক্তিগত জীবনে General Motor এর অভিজ্ঞ পরিচালক ব্রুস এবং চেভি গাড়ির নিখুঁত অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত on world Industry পুস্তকের মাধ্যমে সাংবেদী গ্রন্থের সূত্রপাত ঘটান। ব্রুস এবং চেভি উপস্থাপিত বিচারের পূর্বের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল উৎপাদন প্রক্রিয়াকে সাধারণ মানুষের কাছে সাংগঠনিক ব্যবস্থা জন্য যোগ্য এবং বাস্তব রূপ দেওয়া তৈরি করা। ব্রুস এবং চেভি আধুনিক বিভিন্ন বিচারিক প্রশাসনিক তত্ত্বের সূত্রপাত ঘটেছে এমনটি মনে করেন এই গ্রন্থ। এমনটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। আবার ইংল্যান্ডের হেনরি ফেয়োল ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রকাশিত General and Industrial Management প্রবন্ধে উল্লেখ করেন যে এমনটি মাত্র প্রশাসন বিজ্ঞান আগে যার শুধু গুলি শুধু কারখানার কাজ নয়, সরকারি বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গুলির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ফেয়োলের মতে প্রশাসন কে বিশেষজ্ঞ হতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তার পরিবর্তে প্রশাসনিক জ্ঞান সাধারণই যথেষ্ট। সংগঠনের কাজকে ফেয়োল ~~বাণিজ্যিক~~ বাণিজ্যিক, আর্থনৈতিক, নিরাপত্তা মূলক, হিসাব সংক্রান্ত এবং প্রশাসনিক এই ছয়টি ভাগে ভাগ করেছেন। ফেয়োল তাঁর তত্ত্বাবধানের জন্য ১৪টি সার্বজনীন নীতির কথা বলেছেন। নীতিগুলি হল i) শ্রম বিভাজন এবং বিশেষীকরণ ii) কর্তৃত্ব এবং দায়িত্ব iii) শৃঙ্খলা iv) নির্দেশের ঐক্য v) কর্তৃত্বের ঐক্য vi) কর্তৃত্বের শৃঙ্খলা vii) ক্রমিক শ্রেণি বিন্যাস viii) কেন্দ্রীকরণ ix) বিন্যাস x) সমতা xi) পারিশ্রমিক xii) সামগ্রিক স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থের অগ্রাধিকার xiii) কার্যকলাপের ধারাবাহিকতা xiv) উদ্যোগ গ্রহণ xv) দলবদ্ধভাবে কাজ করার মনোভাব। (ধারণানুযায়ী)

□ ফেয়োল ব্যতীত ফেয়োল ব্যতীত General and Industrial Management পরিচালনার সমালোচনা তত্ত্বের প্রবক্তা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ হয়ে থাকে। ফেয়োলের চিন্তাধারার দ্বারা অনেক বিজ্ঞানী প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লুথার গুলিক এবং লিন্ডল উরউইক। ১৯৩৭ সালে গুলিক এবং উরউইক যৌথ ভাবে প্রকাশিত হয় Papers of Science of administration নামে প্রকাশিত যেখানে প্রশাসন ব্যবস্থা তত্ত্ব কে আলোকপাত

এত দাবীর মিল থাকার কথা বলা হয়। বিশেষ এবং অতবাদী প্রশাসন একটিকে শেষ হলেও একটিকে অন্যের কারণে প্রশাসনিক সংস্কারের প্রশ্নটিকে — চলার মধ্যে আনা। যেমন ভারতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ দিনের মন্ত্রী সেবুস্থ সীমাবদ্ধতার বিলক্ষ থেকে মুক্ত করে সামগ্রিক — আরও বেশি প্রশাসন কাজ মুখী — সাংগঠনিক দিককে আরও বেশি সাফল্যমণ্ডিত করেন। এবং ব্যক্তি কাজে আসে Good Governance এর ধারা। পরিবর্তনশীল সংগঠন, কর্মী নিয়োগ, নিয়োগদান, সময়ের সাথে, প্রতিযোগিতা এবং ব্যয় সংকোচের ধারা এই সব নীতির সাহায্যে প্রশাসনিক সংস্কার সুলভ হতে পারে এবং মুখী কাজে লাগে তোলা যায়।

□ কালিক এবং আঞ্চলিক কারণে যৌথ পুনর্বিন্যাস যেসকল অর্থনৈতিক নীতি গুলি অনুসরণ করে ৬টি নীতিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ। এগুলি হল- i) সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে কর্মচারী ও সংগঠনের উদ্দেশ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা কার্যের কার্য সমন্বয়।

ii) সংগঠনের কার্যকারিতা হাতের অন্যতম উপায় হল বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা

iii) সংগঠনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মচারী সামর্থ্য দক্ষতা ও যোগ্যতাকে নির্ধারণ করতে হবে এবং তার প্রয়োগে উপযুক্ত পরিবেশ তাকে তৈরি করতে হবে।

iv) বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের পারিধি কে যথাযথ ভাবে আরোপ করতে হবে,

v) কার্যের উৎস কে সকল কর্মচারীর মধ্যে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

vi) পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে প্রশিক্ষণ কর্মচারীদের মধ্যে আনতে পারিয়া — কর্মচারীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে, যাতে তার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে মর্যাদা পায়।

□ সনাতন তত্ত্বের বৈশিষ্ট্য :- — মূলগত প্রশাসন তত্ত্বের ভারতে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল —

i) প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বিভাগ উপবিভাগের মধ্যে দায়িত্ব ও কাজে সমবণ্টন;

ii) শ্রেণীয় নীতির ভিত্তিতে কাজের প্রক্রিয়া করণ;

iii) সংগঠনের কাঠামো এবং

iv) বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগের মধ্যে সঠিক পারিধি নিয়ন্ত্রণের ধারণা,

□ অবশ্য এগুলি ছাড়াও সনাতনী তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন —

i) প্রতিষ্ঠানের কারণ বর্জনী কে অন্যান্য সহকর্মী থেকে পৃথক ভাবে দেখানো হয়েছে।

ii) — রাষ্ট্র সার্বভৌম কারণ সাংবিধানিক আইনের সাহায্যে
সীমিত ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক সমন্বয়।
iii) — রাষ্ট্র স্থিতিশীল।
iv) — এই তত্ত্ব ব্যক্তি স্বাধীনতা।
v) — রাষ্ট্র সুরক্ষা প্রদানকারী, যেমন কর্তৃপক্ষের
মেত্রে সেবার বৈষম্যহীন নীতি অনুসরণ করে।
vi) — মূল্য অনার্থিক অনুপ্রেরণা বিবেচনা করেন।

সমালোচনা:- এত প্রশাসন সমাজতন্ত্র সোভিয়েত সমা-
লোচনার উর্ধ্বে নয়।

প্রথমত- সমাজতন্ত্রের নির্দিষ্টতার অভাব আছে।
কারণ এ ব্যবস্থাটিকে প্রশাসককে যথেষ্ট সাহায্য করেনা।

দ্বিতীয়ত:- সমাজতন্ত্র নীতি গুলি অনেক ক্ষেত্রে
পরস্পর বিরোধী। কাজেই এ সুচেরাসুরি অনুসরণ করা সম্ভব নয়।
হারোল্ড লাসওয়েল বলেছেন, এগুলি "স্বপ্নবাদের অতি ঝিঙ্ক বিষয় নয়।"

তৃতীয়ত:- এ শ্রেণিবোধ বিভাগী কারণের নীতি সমূহ
সাধারণ সমালোচনা করে এগুলি অসম্পূর্ণতা দোষে দুষ্ট বলে অভি-
হিত করেছেন।

চতুর্থত:- পিটার ব্লেলোর অভিযোগ হল বুরোক্রেটিক
এর প্রশাসন যে রাজনৈতিক পরিবেশে বিকাশ করা হয়নি।

পঞ্চমত:- রিজিয়েন্ট আর্টের মতে, সমাজতন্ত্রীয়
মূলত উন্নত জাতীয় প্রশাসনিক সংগঠনের ধারণাকে অনুসরণ করেছে
প্রশাসন কে রাজনৈতিক নিরপেক্ষ করতে গিয়ে প্রশাসনের গণতান্ত্রিক
বৈধতা উপলব্ধি করতে পারেন নি।

উপসংহার:- সমালোচনার বাইরে অবশ্য
সার্বজনী সংগঠন এর অবদান কে অস্বীকার করা যায়না যেমন
i) — এই সংগঠন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা আনে
উপযোগ এবং ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করে থাকে।
ii) — মোক্স ওয়েল থেকে শুরু করে নালিক এবং আর-
উইক সকলেই এই কথা বলেছেন যে সংগঠনী প্রশাসনিক
সমাজের উৎকর্ষ পূর্ব শর্তগুলি হল সাংগঠনিক ব্যবস্থা।
iii) — বুরোক্রেটিক প্রশাসন তত্ত্ব এই অবস্থানের সূত্র ধরে
পরবর্তী কালে হার্বার্ট সাইমন প্রশাসনিক বিষয়ে গবেষণায় অগ্রণী
হয়ে ওঠে। কাজেই সীমাবদ্ধতার সত্ত্বেও একথা বলা যায়
অস্বীকার করার উপায় নেই যে পরবর্তী কালে প্রশাসনিক চিন্তা
ভাবনার বিকাশ হওয়ার পূর্ব এ সার্বজনী প্রশাসন তত্ত্বই প্রধান কারণ।

আলোচনার ধারাটি আলোচনা করুন। (৪)

(10)

A সার্বিকভাবে প্রশাসন বলতে দুটি ধারণা বোঝায়। রাজনৈতিক প্রশাসন ও সরকারি প্রশাসন। রাজনৈতিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে অধীনস্থ। অন্যদিকে রাজনৈতিক প্রশাসনব্যবস্থা বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা স্বীকৃত নীতিসমূহ কার্যকর হয়ে, সাধারণ জনগণের দৈনিক প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পাদন হয়। এই সরকারি প্রশাসন শুধুই আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন নামে পরিচিত, এর কাজকর্ম পরিচালনা তাত্ত্বিকভাবে অরাজনৈতিক বলে অভিহিত। কারণ রাজনৈতিক প্রশাসন যে নীতি নির্ধারণ করেন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকারী কর্মচারীরা বা আমলাতান্ত্রিক তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে।

A তাহলে দেখা যাচ্ছে আমলাতন্ত্র বর্তমান রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ। প্রাচীন কালের রাজতন্ত্র থেকে শুরু করে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যন্ত আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। প্রাচীন ভারতে প্রশাসনে আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে আমলাতন্ত্র চরম উন্নতি লাভ করেনি। বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমলাতন্ত্র সমাজে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হয়, যা বাণিজ্যিক অর্থনীতি বলে বলি। অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ, ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে আমলাতন্ত্র প্রধান ভূমিকা পালন করে। এর ফলে আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা, প্রভাব বৃদ্ধি পায়। আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণগুলি হল Power, influence of the heads and stuff of the Government.

A আমলাতন্ত্র সরকারী পরিচালনা ব্যবস্থা। প্রাচীনকাল থেকে সকল সমাজ ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে তার নিয়ন্ত্রক ভূমিকা বিদ্যমান। তবে আধুনিক যুগে আমলাতন্ত্র বলতে বোঝায় অরাজনৈতিক কর্মচারীদের বিশেষ কাঠামো, যা রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনা করে। এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক। রাজনৈতিক নির্বাহী এবং জনগণের প্রতিনিধি নয় বলে এটি Element de Science Politica গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আমলাতন্ত্রের গুরুত্বের কথা বলেছেন।

A পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক তত্ত্বচিন্তাবিদ পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি বলেন যে রাষ্ট্র যাতে আমলাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে তেমনি রাজনীতির বিকাশের সাথে এর বৃদ্ধির যোগসূত্র। ওয়েবারের বিশ্লেষক রূপকে, আমলাতন্ত্রের পাশ্চাত্য সমাজ ও প্রযুক্তি বিকাশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে বলা করেছেন। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নিয়েও তিনি বিশদ আলোচনা করেছেন। এর বৈশিষ্ট্যগুলি সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত রূপে বর্ণনা করেছেন। এর বৈশিষ্ট্য হল নিয়মতান্ত্রিক, সুপরিচালিত, জবাবদিহি এবং বর্তমান সমাজের জন্য অপরিহার্য। বিশেষ পারিবারিক সুবিধাবলি।

A প্রাচীনকাল থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমলাতন্ত্রকে রাষ্ট্রব্যবস্থার অপরিহার্য সত্তা হিসাবে দেখেছেন। কার্ল মার্ক্স বলেছেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর আধিপত্যকে টিকিয়ে রাখতে আমলাতন্ত্র কাজ করে। প্রকৃতি আধুনিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষত শাস্ত্র অনুসারে আমলাতন্ত্র বলে আমলাতন্ত্রকে গণ্য করে।